Cosmo School

Class: 6
Science of Living Date: 05-10-2020
Monday

রবীন্দ্রনাথ কত পেতেন

লেখকঃ শঙ্খ ঘোষ

বাংলা পরীক্ষায় নিশ্চয় রচনা লিখতে হয় তোমাদের? 'নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা লিখ'- যেমন ধরোঃ 'গ্রন্থাগারের উপযোগিতা', বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা', 'যুদ্ধ আর শান্তি', 'নিয়মানুবর্তিতা'- এইরকম আরও কত কী। লিখার জন্য ফাঁকিবাজ ছেলেমেয়েরা কোন রচনাটা বেছে নেয় বলো তো? ওই যেগুলি বলা হলো, ওসব কিছুই তারা ছুঁয়েও দেখে না। তারা খুঁজে নেয় 'একটি বর্ষার দিন', নয় তো 'রাজপথের আত্মকাহিনী' কিংবা 'তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা'র মতো কোনো হালকা বিষয়। এসব লেখার সুবিধা হলো, কিছু পড়তে হয় না, কিছু জানতে হয়, ভাবতে হয় না, ইনিয়েবিনিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কয়েকটা কথা পরপর সাজিয়ে গেলেই হলো।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় এক আলসে-শিরোমণি এইভাবে একবার বেছে নিয়েছিল 'একটি নৌকাভ্রমণ'। পরীক্ষা শেষে সবাই যখন হিসেব করছে কে কোনটা লিখিছে, তাকে একজন বললঃ 'তুই যে নৌকাভ্রমণ লিখবি সে তো জানাই কথা।' ফাঁকিবাজটি খুশিমুখে উত্তর দেয়ঃ 'লিখবই তো।'

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই উধাও হয়ে গেল তার খুশিটা। যিনি যে-বিষয়টা পড়ান ক্লাসে, বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি তো সে-বিষয়ের খাতা দেখেন না। গুজবে হঠাৎ শোনা গেল, এবার বাংলা খাতা পরীক্ষা করবেন সংস্কৃতের শিক্ষক।

ছেলেটি বললঃ 'কী সর্বনাশ! সংস্কৃতের শিক্ষক?' তার ঝাপসা মুখের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেয় সবাইঃ 'কেন, তাতে তোর ক্ষতিটা কী? উনি কি কম নম্বর দেন?'

ছেলেটি তবু বিড়বিড় করতে থাকেঃ 'সংস্কৃতের শিক্ষক? সর্বনাশ। এবারে তবে বাংলায় আর পাশ করব না।'

তেমন কিছুই হলো না অবশ্য। ফল বেরোল সময়মতো, অন্য সবার সঙ্গে সেই ছেলেটিও দিব্যি উঠে গেল নতুন ক্লাসে, বাংলাতে তো খুব ভালোই নম্বর পেয়েছে সে। কেন এত ভয় ছিল তবে?

সে কথাটা কদিনের মধ্যেই ভুলে যেত সবাই, যদি-না একটা কান্ড হতো হঠাৎ। ক্লাস টেন থেকে গোটা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল এই একটা গল্প যে প্রধানশিক্ষক ক্লাসে গিয়ে না কি পড়ে শুনিয়েছেন ফাঁকিবাজ সেই ছেলেটির পরীক্ষার খাতা, তার সেই 'নৌকাভ্রমণ'।

পড়ে শুনিয়েছেন? কেন? খুব ভালো লিখেছে বলে? ভালো লিখেছে বটে, কিন্তু আরো একটা কারণ ছিল পড়ে শোনাবার।

প্রধানশিক্ষক এসে বসলেন। বললেনঃ ‘পড়াবার আগে আজ তোমাদের নীচের ক্লাসের একটি ছেলের খাতা পড়ে শোনাই। শোনো সে কী লিখেছে।’

শোনা হলো একসঙ্গে। লিখেছে সে, কীভাবে কজন বন্ধু মিলে ঠিক করল পদ্মা নদীতে ঘুরে বেড়াবে একদিন। মাঝির সঙ্গে ঠিক করে নৌকা ভাসিয়েছে তারা সুন্দর এক বিকেলবেলায়। চলছে, নৌকা চলছে।

মুশকিল হচ্ছে, ফাঁকিবাজ যে ছেলে, সে এরপর কী করবে? ও-নৌকা কতদূর আর চলবে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ছোটবেলায় তিনি নদীর পাড় থেকে দেখতেন ওইরকম চলন্ত নৌকা, আর তাঁর মন যেন বিনে-ভাড়ার সওয়ারি হয়ে বসত তার ওপর। কিন্তু আমাদের এই ছেলেটি তো কল্পনাকেও বেশি দূর খেলাতে পারে না। তাই অল্প পরেই আকাশে মেঘ তুলে দিয়ে একটা ঝড়ের আবহ তৈরি করে নেয় সে, আর জলের মধ্যে উলটে দেয় তার কল্পনার নৌকাকে। এরপরে সে লিখেছে শুধু, কীভাবে সবাই ঝড়বৃষ্টিতে মাখোমাখো হয়ে ফিরে আসছে তীরে, কেবল সে নিজে না কি আটকে গেছে বালিকাদায়, উঠতে পারছে না আর।

কেন যে সংস্কৃতের শিক্ষকের নাম শুনে এত ভয় পেয়েছিল সে, সেটা আমরা টের পেলাম এইবারে। কাদার মধ্যে পা রেখে অর্ধজলমগ্ন তার কথাগুলি ছিল অনেকটা এইরকমঃ ‘পা আমার আটকে আছে কাদায়, বন্ধুরা সবাই তীরে। আমার গলা থেকে হঠাৎ তখন বেরিয়ে এল সংস্কৃত ভাষা। ক্লাসে সংস্কৃত শিক্ষকের মুখটাকে মনে হতো বিভীষিকাময়, অথচ বিপদের মুহূর্তে সেই মুখটাই ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তাঁর হাজার তিরস্কারেও ক্লাসে এক ফোঁটা সংস্কৃত বলতে পারিনি কখনো, এখন আমারই গলায় পঞ্চতন্ত্র থেকে কাদায়-পড়া-হাতির এই আর্তনাদ জেগে উঠলঃ ভো ভো বান্ধবাঃ! মহাপঙ্কে পতিতোহসি, কিমধুনা বিদেয়ম?’

এরপরে আরো খানিকটা ছিল, কিন্তু সেটা শোনার আর মন ছিল না আমাদের। প্রধানশিক্ষকের মুখটা বিভীষিকা! তিরস্কার করেন তিনি আমাদের? সাহস করে একজন জিজ্ঞেস করে বসল প্রধানশিক্ষককেঃ ‘সংস্কৃতের শিক্ষক রাগ করেননি? নম্বর কেটে নিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ, সে কথা বলার জন্যই তো এই খাতা এনেছি। নম্বর বসানোর আগে এই খাতা তিনি নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে, পড়ে শুনিয়েছিলেন লেখাটা। জানতে চেয়েছিলেন, কত নম্বর দেবেন একে। আমি বললাম, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? নম্বর তো আপনার বিবেচনা, আপনার ইচ্ছা। কত দিতে চান আপনি? সংস্কৃতের শিক্ষক বললেন, যদি পুরো নম্বরই দেই? বাধা তো নেই কিছু? আমি তাঁকে ভরসা দিয়েছিলাম, না, কোনো বাধা নেই। যোগ্য মনে করলে পুরো নম্বরই দিতে পারেন নিশ্চয়। কেন নয়? ভালো লিখলেও বাংলায় পুরো নম্বর দেওয়া যাবে না, এ খুব ভুল ধারণা। কুসংস্কার। শুনে খুশি হয়ে চলে গিয়েছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক।’

পুরো নম্বর? ফুল মার্কস? লাফিয়ে উঠি আমরা। বাংলায় পুরো নম্বর? অঙ্কের মতো? দেখতে দেখতে গোটা স্কুল রটে যায় কথাটা, তার পরে গোটা অঞ্চলেই। সংস্কৃতের শিক্ষক সেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসেন আর সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কিন্তু স্কুল জুড়ে সবারই একটা ফুর্তি হয় এই ভেবে যে, ঠিকমতো লিখতে পারলে বাংলাতেও পুরো নম্বর পাওয়া যায় একেবারে।

যায়? যায় না ছাই!

অভিভাবকদের কাছে শিখে এসে কেউ কেউ বলে ওঠেঃ 'বিশের মধ্যে না-হয় ষোলোই দিতেন! তাই বলে একেবারে বিশে বিশ? তাহলে রবীন্দ্রনাথ লিখলে কত পেতেন?'

শুনে প্রধানশিক্ষক বললেনঃ 'এইবার বোঝা গেল। সচরাচর বাংলায় যে-নম্বরটা কেটে রাখা হয় পরীক্ষায়, সেটা তবে জমা থাকে শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্য!'

এসাইনমেন্টঃ

১। ক) ঠিকমত লিখতে পারলে যে-কোনো বিষয়ে পুরো নম্বর পাওয়া যায়। এর স্বপক্ষে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

খ) মনির ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। স্যার বলেছেন, তুই কীভাবে পারবি? তোর তো রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলসেমি। এ নিয়ে তার বন্ধুরা তাকে সবার সামনে অপমান করে। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল সে খুব ভালোভাবে পাশ করেছে।

প্রশ্নঃ মনির আলসেমিকে তার সৃজনশীলতা দিয়ে কীভাবে জয় করল তা ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

২। ক) ছোটবেলায় থেকে শুনে আসছি বাংলায় পুরো নম্বর পাওয়া যায় না। একবার বার্ষিক পরীক্ষায় একজন বাংলাতে পুরো নম্বর পেয়েছে। আমরা তো সবাই অবাক! আমাদের প্রধানশিক্ষক তার বাংলা খাতাটা আমাদের দেখালেন। দেখলাম তার লেখা খুব সুন্দর, উত্তরও সঠিকভাবে গুছিয়ে লিখেছে।

প্রশ্নঃ ভালো লিখলেও বাংলায় পুরো নম্বর দেওয়া যাবে না, এ খুব ভুল ধারণা। কুসংস্কার। এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিবে? তা ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

*** এসাইনমেন্ট আগামী ০৮-১০-২০২০ বৃহস্পতিবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com ঠিকানায় মেইল করবে***যারা পূর্বের এসাইনমেন্ট জমা দাও নি, তারা আগের কাজসহ জমা দিবে***

কোর্স শিক্ষক
সামিয়া ফেরদৌস